মেহেরপুরে বজ্রপাতে কৃষক নিহত, আহত ২; মারা গেছে ৪ গরু

মেহেরপুরে বজ্রপাতে আব্দুর রশিদ (৫৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় পৃথক স্থানে আরও দুইজন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া মাঠে থাকা চারটি গরুরও মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (১৮ মে) বিকেল ৫টার দিকে জেলার সদর ও গাংনী উপজেলার পৃথক এলাকায় বজ্রপাতের এসব ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুর রশিদ মেহেরপুর সদর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের মৃত আবদার আলীর ছেলে। আহতরা হলেন গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের ডোবাপাড়া এলাকার মৃত মসলেম উদ্দিনের ছেলে রবিউল ইসলাম (৭০) এবং ভরাট দুর্লভপুর গ্রামের এনামুল হকের মেয়ে খাদিজা খাতুন (১৩)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে সদর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের ভেদাগাড়ির মাঠে মরিচ গাছ লাগানোর কাজ করছিলেন কৃষক আব্দুর রশিদ। এ সময় হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে।

অন্যদিকে, গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের ডোবাপাড়ার চামড়ুখালি মাঠে গরু চরাচ্ছিলেন রবিউল ইসলাম। বজ্রপাতের সময় তিনি গুরুতর আহত হন। ঘটনাস্থলেই মারা যায় তার চারটি গরু। স্থানীয়রা জানান, গরুগুলো ছিল পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। একসঙ্গে চারটি গরুর মৃত্যুতে পরিবারটি বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে।

এ ছাড়া ভরাট দুর্লভপুর গ্রামে বাড়িতে থাকা অবস্থায় বজ্রপাতে আহত হয় কিশোরী খাদিজা খাতুন। পরে স্থানীয়রা আহত দুজনকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. তাসমারী খাতুন জানান, বজ্রপাতে আহত দুইজনকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাদের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

এদিকে, হঠাৎ বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু ও গবাদিপশুর ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় এলাকায় শোক ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। স্থানীয়রা ঝড়-বৃষ্টির সময় খোলা মাঠে কাজ না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

মেহেরপুরে আরও এক অনলাইন জুয়াড়ি গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশন চক্রের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গ্রেপ্তার হওয়া আসামিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে একটি আইফোন ১৬ প্রো ম্যাক্স জব্দ করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি হলেন সুয়াইব আহম্মেদ সৌমিক (২৫)। তিনি মেহেরপুর শহরের চাঁদবিল ঈদগাহপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ জানায়, রোববার (১৭ মে) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ডিবির একটি দল মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল এলাকার কোলার মোড়ে অভিযান চালায়। এ সময় ‘আসলাম অটোস’ নামের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে সৌমিককে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে গত শুক্রবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় পৃথক অভিযান চালিয়ে বায়েজিদ ডালিমসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। ওই ঘটনায় মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় সাইবার সুরক্ষা আইন-২০২৬ এ পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়।

ডিবি পুলিশের দাবি, ওই মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রোববার বিকেলে চাঁদবিল এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে সৌমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের পোস্টারিংয়ের প্রতিবাদে ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুরে দিনের আলোতেই নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের পোস্টারিংয়ের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে ছাত্রদল।

আজ শনিবার রাতে মেহেরপুর সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জারজিস ইউসুফ রামিক। এসময় নেতাকর্মীরা নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

ছাত্রদল নেতারা অভিযোগ করেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কুতুব আহমেদ তার ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। ওই ভিডিওতে তাকে মেহেরপুর সরকারি কলেজ, ডিসি অফিসের সামনে, আদালত গেটসহ বিভিন্ন স্থানে পোস্টার লাগাতে দেখা যায় বলে তারা দাবি করেন।

বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর ছাত্রদল নেতা বাপ্পি ও বাধন, বারাদি ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি আজিজুল হক, সদর উপজেলা ছাত্রদলের নেতা লাভলু, লিমন ও তৌকির, সরকারি কলেজ ছাত্রদলের নেতা মাহফুজ জুবায়েরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

এসময় বক্তারা বলেন, “নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতাকর্মীরা প্রকাশ্যে পোস্টারিং করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।”

মেহেরপুরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদযাপন

মেহেরপুরের অন্যতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের আয়োজনে আজ শনিবার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ মিলনায়তনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, সংগঠনের সভাপতি অ্যাড. এম. আনোয়ার হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আলা-আমিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী অধ্যাপক (অব:) মো: আব্দুল মজিদ এবং সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. এম. এ. বাশার।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুশীল চক্রবর্তী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আনিছুর রহমান, কবি বাশরী মোহন দাস, কবি আবুল হাসেম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী ফৌজিয়া আফরোজ তুলি ও আসাদুল ইসলাম খোকন। যন্ত্রসংগীতে ছিলেন শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু।

কবিতা আবৃত্তিতে অংশ নেন কবি ম. গোলাম মোস্তফা, বাশরী মোহন দাস, নুর আলম, এস. এম. এ. মান্নান, মোমিনুল হক, লিয়াকত আলী, শফিকুর রহমান সেন্টু, ফিরোজা খাতুন, দিলারা জাহান, লিয়াকত হোসেন, বদরুদ্দোজা বিশ্বাস, সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের সাধারণ সম্পাদক মেহের আমজাদ।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার বড় নেটওয়ার্কে অভিযান, রাফসান জনিসহ গ্রেপ্তার ৪

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশন চক্রের বিরুদ্ধে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) চলমান অভিযানে রাফসান জনি রিপন (৩২) নামে এক কথিত জুয়ার এজেন্টসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে রাতভর পৃথক অভিযানে তাদের আটক করা হয়। জব্দ করা হয়েছে একাধিক স্মার্টফোন। এসব ফোনে অনলাইন জুয়ার একাধিক অ্যাকাউন্ট, ই-মেইল আইডি ও অবৈধ ডলার লেনদেনের তথ্য পাওয়ার দাবি করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার হওয়া অন্যরা হলেন ফাহাদ হাসান জুনায়েদ (১৯), বায়েজিদ ডালিম (৩০) ও রকিবুল ইসলাম (৩৫)।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার (১৫ মে) রাতভর মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান পরিচালনা করা হয়। সম্প্রতি অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশন চক্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থানে থাকা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর সরাসরি তদারকিতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানগুলো পরিচালিত হয়।

প্রথমে সদর উপজেলার চাঁদবিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে বায়েজিদ ডালিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে একটি স্যামসাং গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড-৫ মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। ফোনটি প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করে Binance অ্যাপের মাধ্যমে অবৈধ ডলার কেনাবেচা এবং অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করার তথ্য পাওয়া যায় বলে জানিয়েছে পুলিশ। একই সঙ্গে ফোনে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত চারটি ই-মেইল ঠিকানার তথ্যও পাওয়া গেছে।

পরে বায়েজিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে রকিবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি ওপো স্মার্টফোন ও একটি ভিভো ওয়াই-০৩টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। ফোন দুটি যাচাই করে অনলাইন জুয়া খেলা এবং Binance এর মাধ্যমে অবৈধ ডলার লেনদেনের তথ্য মিলেছে বলে দাবি

ডিবির।

এদিকে ডিবির আরেকটি দল সদর উপজেলার গাড়াডোব এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাফসান জনি রিপনকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তার কাছ থেকে একটি রেডমি নোট ১৪ প্রো মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ফোনটি প্রাথমিক যাচাই-বাছাই করে ৩৭টি ই-মেইল আইডি এবং ২৯টি অনলাইন জুয়ার অ্যাকাউন্টের তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পরবর্তীতে রাফসান জনির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমঝুপি এলাকা থেকে ফাহাদ হাসান জুনায়েদকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি ওপো এ-৩৮ মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ফোনটি পরীক্ষা করে সাতটি ই-মেইল আইডিসহ অনলাইন জুয়া-সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট অ্যাকাউন্টের তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে ডিবি।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তারকৃতরা নিজেদের ও অন্যের নামে নিবন্ধিত সিম ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন জুয়া পরিচালনা, জুয়ায় অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়াই মোবাইল ব্যাংকিং ও Binance অ্যাপ ব্যবহার করে অবৈধ ই-ট্রানজেকশন করার কথা স্বীকার করেছেন বলে দাবি পুলিশের।

ডিবি পুলিশের ভাষ্য, অনলাইন জুয়ার এই বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গ্রামের বেকার যুবক ও সাধারণ মানুষকে দ্রুত লাভের প্রলোভনে ফেলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অনেকে সর্বস্ব হারিয়ে হতাশা, মাদকাসক্তি ও বিভিন্ন সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ছেন।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় সাইবার সুরক্ষা আইন-২০২৬ এর আওতায় পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরে দিনের আলোতেই নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের

পোস্টারিং; ভিডিও ভাইরাল

সারা দেশে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের পোস্টারিং ও ঝটিকা কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার মধ্যেই মেহেরপুরে প্রকাশ্যে দিনের আলোতে পোস্টার লাগানোর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

আজ শনিবার মেহেরপুর সরকারি কলেজ গেট, এআরবি কলেজ গেট এবং জেলা ও দায়রা জজ আদালতের প্রাচীরে পোস্টার লাগানো হয়েছে। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুকে) পোস্ট করা হয়েছে।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, দিনের আলোতেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার গেটে পোস্টার লাগানো হচ্ছে। স্থানীয় রাজনৈতিক সূত্র ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের দাবি, ভিডিওতে পোস্টার লাগাতে দেখা যাওয়া ব্যক্তি মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি পদপ্রার্থী কুতুব উদ্দীন আহমেদ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত একটি বিবৃতিতে দাবি করা হয়, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেনের নির্দেশনায় মেহেরপুর জেলা শাখা এই কর্মসূচি পালন করেছে। সেখানে বলা হয়, রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের দাবিতে, সংগঠনের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ নিশ্চিত করা এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা ‘মিথ্যা মামলা’ প্রত্যাহারের দাবিতে এ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

ভাইরাল হওয়া পোস্টারে ‘বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, মেহেরপুর জেলা শাখা’র নামে ১৩ দফা দাবি তুলে ধরা হয়েছে। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণ, জনস্বাস্থ্য ও শিশুদের টিকাদান কর্মসূচি জোরদার, যুবকদের কর্মসংস্থান, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, কৃষকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ নিশ্চিত করা, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার এবং ছাত্রলীগের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি পদপ্রার্থী কুতুব উদ্দীন আহমেদ তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছেন, “গুপ্ত নয়, সুপ্ত নয়, রাতের আঁধারে নয়, দিনের আলোতেই চলবে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের

কার্যক্রম।”

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় বলেন, ‘আজ শনিবার সম্ভবত বিকাল ৩টা থেকে সাড়ে ৩টার মধ্যে ছাত্রলীগের ওই নেতা পোস্টারিংয়ের কাজ করে ফেসবুকে দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কাজ শুরু করেছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

দশ জেলার খামারী ও ব্যাপারিদের মিলনাস্থল বামন্দী পশু হাট

আসন্ন ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে কয়েক সপ্তাহ ধরে বিভাগের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহীবাহি শত বছরের পুরানো মেহেরপুর জেলার বামন্দী পশু হাট জমে উঠেছে। হাটটিতে বিপুল সংখ্যক দেশি গরু উঠতে শুরু করায় ক্রেতা-বিক্রেতাদের উপস্থিতিও চোখে পড়ার মতো।

প্রতি হাটের দিন রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীরা এখান থেকে পশু কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। কয়েক বছরের চেয়ে এবার বাজারে পশুর উপস্থিতি বেশি, দাম নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

ইদুল আজহা বাকি এখনো ১০ দিন। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সর্ববৃহত মেহেরপুর গাংনীর বামন্দী-নিশিপুর পশুর হাটে সপ্তাহে দুদিন (শুক্রবার-সোমবার) চলে বেচাকেনা। আর বছরে হিসেব করলে কিছু মাসে ৯ টি হাট ও পড়ে। হাট দুটিতে বিপুল সংখ্যক গরু-ছাগল উঠছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলছে বেচাকেনা। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে পাইকাররা আসছে গরু কিনতে ।

বতর্মানে কোরবানি দিতে ইচ্ছুক ক্রেতাদের সংখ্যা কম দেখা মিল্লেও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মত। হাটে ৭০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ৬ লাখের বেশি টাকার গরু কেনাবেচা হচ্ছে। আর ছাগলের ক্ষেত্রে ৫ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ৭০ হাজার টাকা পযর্ন্ত। তবে, গরু বেচা কেনা নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে রয়েছে মিশ্র

প্রতিক্রিয়া।

হাট ইজারাদারদের তথ্যমতে চলতি মাসে কোরবানির ঈদ উপলক্ষে কমপক্ষে ৩শ কোটি থেকে সাড়ে ৩শ কোটি টাকার পশু কেনা-বেচার সম্ভবনা রয়েছে।

কুমিল্লা থেকে আসা গরু ব্যাবসায়ী আকবর আলী বলেন,বামন্দী বাজারে গরু সরবরাহ ভাল,এছাড়া মেহেরপুরের গরুর পষম দেখতে মশৃন হওয়ায় বাইরের বাজারে এর চাহিদা বেশি। তাই প্রতি বছরই মেরেপুরের গরু কিনে দেশের বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করি। তবে এবছর গরুর দাম একটু বেশি হওয়ায় এবার হইতো টার্গেট মিস হবে।

প্রন্তিক খামারি মোশারফ আলী বলেন,বামন্দী বাজারে বিক্রির জন্য গরু নিয়ে এসেছি। খড়,ভুষিসহ গো খাদ্যের দাম বৃদ্ধির ফলে গরু লালন পালনে যে টাকা খরচ হয়েছে তার অর্ধেক দাম বলছেন ব্যাপারিরা। তবে টার্গেট অনুযায়ী দাম না পেলে গরু বিক্রি করছিনি। ঢাকার পার্টি আসলে আমার গরুর দাম ঠিকই পাবো। এছাড়া দালালদের উৎপাত বেড়েছে। স্থানীয় ব্যাপারিরা সিন্ডিকেট করে গরু কিনছেন। যে কারনে গরুর ন্যায্য মুল্য পাচ্ছিনা।

হাট-ইজারাদার হারুন অর রশিদ বাচ্চু বলেন, জাল টাকার ব্যবহার রোধে নেয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। এছাড়া পুলিশের টহল রয়েছে সার্বিক্ষনিক। তিনি বলেন, সরকারি নিয়ম মানলে খাজনা আরও বাড়বে। তাই প্রতি হাজারে টাকা না নিয়ে প্রতিটি পশু হিসেব করে আমরা ৬শ থেকে ৭শ টাকা নিচ্ছি। এতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই লাভবান হচ্ছেন। আমাদের এই শুক্রবারের হাটে সাড়ে ৪ হাজার থেকে ৫ হাজার পিস গরু বিক্রি হবে। আর ছাগলের সংখ্যাও প্রায় সাড়ে ৩ হাজার পিস। সব মিলিয়ে আমাদের চলতি মাসে এই হাট থেকে ৩শ কোটি থেকে সাড়ে ৩শ কোটি টাকার পশু বিক্রি হবে ধারণা করছি।

আরেক হাট ইজারাদার রাশিদুল ইসলাম সোহাগ বলেন, আমাদের মেহেরপুর জেলার হৃদপিণ্ড বলা হয়ে থাকে এই বামন্দী পশু হাটকে। এই হাটকে কেন্দ্র করে এই জেলার মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। এই হাটে আশেপাশের দশটি জেলার খামারি ও ব্যাপারীরা আশে পশু কেনাবেচা করতে। আসন্ন ইদুল আজহাকে সামনে রেখে যে হাটগুলো বসবে,তাতে গড়ে ৫ হাজার করে গরু-ছাগল বিক্রি হবে। মাস হিসেবে তার আনুমানিক কেনা-বেচা হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে প্রায় সাড়ে তিনশ কোটি টাকার মত।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার দাস বলেন,জেলা

পুলিশের নির্দেশনায় এই হাটটির সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ প্রতিনিয়তই কাজ করে যাচ্ছে। এবং পুলিশের একাধিক টিম হাটের দিন নিরাপত্তা নিশ্চিত করনে কাজ করে যাচ্ছে।

জেলা প্রানী সম্পদের তথ্যমতে, জেলায় ছোট বড় এক হাজার খামারি রয়েছেন। এ বছর মেহেরপুর জেলায় কোরবানির জন্য প্রস্তুত রয়েছে প্রায় এক লাখ ৭২ হাজার ৫৬৯টি পশু। এর মধ্যে ষাঁড় গরু রয়েছে ৪০ হাজার ৩৪৯টি, বলদ চার হাজার ৮৪৪টি এবং গাভি আট হাজার ৫০৯।

এছাড়া মহিষ রয়েছে ৪৮২টি, ছাগল এক লাখ ১৫ হাজার ৬৬৫টি এবং ভেড়া দুই হাজার ৭২০টি। জেলায় কোরবানির চাহিদা রয়েছে ৯০ হাজার ২৩৪টি পশু।

১৭ হাজার খামারে দেশীয় ও স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে মোটাতাজা করা হয়েছে ৬ লাখ ১৭ হাজার ৭২৩টি গবাদিপশু। এর মধ্যে রয়েছে প্রায় ২ লাখ ষাঁড়। প্রাণিসম্পদ বিভাগের তথ্যানুযায়ী, এসব পশুর সম্ভাব্য বাজারমূল্য প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের পরিচালক পদে নিয়োগ পেলেন মেহেরপুরের গনীউল আজম

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের সন্তান মো. গনীউল আজমকে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের পরিচালক (গ্রেড-২) পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব গোলাম রব্বানীর স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৪৯ অনুযায়ী মো. গনীউল আজমকে অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য বাংলাদেশ

পর্যটন কর্পোরেশনের পরিচালক (গ্রেড-২) পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নিরাপত্তা টিমে দায়িত্ব পালন করেছেন।

গাংনীর সাব রেজিস্ট্রার ও উপজেলা ভূমি অফিসে চুরি

মেহেরপুরের গাংনীতে উপজেলা ভূমি অফিস ও সাবরেজিস্ট্রি অফিসের জানালার গ্রীলকেটে ঢুকে কাগজপত্র তছন ও চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে দূর্বৃত্ত।

গতরাত আড়াইটার দিকে প্রায় ২০ মিনিট সময় নিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে দূর্বৃত্ত। যা অফিস দুটির সিসি ফুটেজ প্রমান করেছে। এই চুরির ঘটনায় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এই অফিস দুটির নিরাপত্তা ব্যবস্থাও নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এঘটনায় গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস ও তদন্ত অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও আলামত সংগ্রহ করেছেন।

উপজেলা সাবরেজিস্টার নাইমা ইসলাম জানান, সিসি ফুটেজে দেখা গেছে, জানালার গ্রীলের রডকেটে চোর রুমে প্রবেশ করে বিভিন্ন কক্ষের আলমিরার ভিতরের গুরুত্বপূর্ণপূর্ণ ফাইলপত্র তছনছ করেছে। তবে, কোনো কাগজপত্র বা ফাইল চুরি হয়েছে কিনা তা এখনো তদন্ত করা হচ্ছে। এসময় নাইটগার্ড বা রেকর্ডরুমসহ অন্যান্যরুমে তালাবদ্ধ ছিলনা কেনো এমন প্রশ্ন এড়িয়ে যান তিনি।

এদিকে একই সময় উপজেলা ভূমি অফিসের পেছনদিকের একটি জানালার রড কেটে পাল্লা ভেঙে প্রধান অফিস সহকারির রুমে ঢুকে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও কাগজপত্র তছনছ করেছে।

তবে, অফিস দুটি থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বা কাগজপত্র নিয়ে

গেছে কিনা তা তদন্ত করা হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার নাইমা ইসলাম জানান, আমি সকালে অফিসে এসে দেখি অফিসের বিভিন্ন আল মিরার ও কক্ষের তালা ভাঙ্গা। পরে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশের ◌েএকটি টীম সিসি টিভি ফুটেজ যাচাই করে চোর সনাত্বের কাজ চলছে। তবে কাগজ পত্রের চুরির বিষয়টি গোপন করেন সাব রেজিস্ট্রার।

গাংনী থানার অসি তদন্ত আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন,বিষয়টি জানতে পেরে সিসি টিভি ফুটেজ দেখেছি। চোর সনাত্বে কাজ করা হচ্ছে।

কাজে আসছে না ৭কোটি ২৯ লাখ টাকার সেতু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়ীয়া ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মধুগাড়ী গ্রামের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত মাথাভাঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত সেতুটি চার বছর পেরিয়েও চালু হয়নি।

সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হলেও গাংনী অংশে সংযোগ সড়ক নির্মাণ না হওয়ায় এখনো ব্যবহার করতে পারছেন না দুই জেলার হাজারো মানুষ।

এতে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দা, কৃষক ও ব্যবসায়ীদের।

গাংনী উপজেলা এলজিইডি সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বামন্দী আরএইচডি থেকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের প্রাগপুর জিসি ভায়া মধুগাড়ী ঘাট সড়কের মাথাভাঙ্গা নদীর ওপর ৭৫ মিটার গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রায় ৭ কোটি ২৯ লাখ ৩২ হাজার ৯৭৯ টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেতুর কাজ শুরু হয় ২০২০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এবং ২০২৩ সালের মার্চে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। প্রকল্পটির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ছিল মেসার্স কহিনুর অ্যান্ড কফিল এন্টারপ্রাইজ।

তবে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর অংশে সংযোগ সড়কের কাজ সম্পন্ন হলেও

গাংনীর বেতবাড়ীয়া অংশে জমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে এখনো সড়ক নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে সেতুটি কার্যত ব্যবহারহীন অবস্থায় পড়ে আছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, সংযোগ সড়ক না থাকায় গাংনী ও দৌলতপুর উপজেলার মানুষকে প্রায় ৫ কিলোমিটার ঘুরে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এতে যেমন সময় ও খরচ বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে দুর্ভোগও।

পথচারী মনিরুল ইসলাম বলেন, “ব্রিজ হয়েছে কিন্তু রাস্তা হয়নি। রোগীদের হাসপাতালে নিতে সমস্যা হচ্ছে। কৃষিপণ্য বাজারে নিতে পারছি না। চাষিদের ফসল আনা-নেওয়ায় অনেক কষ্ট হচ্ছে। দ্রুত রাস্তা হলে মানুষের দুর্ভোগ কমবে, ব্যবসা-বাণিজ্যও বাড়বে।”

দৌলতপুরের আদাবাড়িয়া গ্রামের শমশের আলী বলেন, “ফসল নিয়ে ব্রিজে উঠতে খুব কষ্ট হয়। ভ্যান ঠেলে তুলতে ৫-৬ জন লাগে। অতিরিক্ত কষ্টের কারণে এখন ভ্যানও চলতে চায় না। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়।”

কৃষক নজরুল ইসলাম বলেন, “দৌলতপুর অংশের কাজ শেষ হলেও বেতবাড়ীয়া অংশের সংযোগ সড়ক হয়নি। জমি অধিগ্রহণের জটিলতায় সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে সীমাহীন ভোগান্তিতে আছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান করে সেতুটি চলাচলের উপযোগী করার দাবি জানাই।”

দৌলতপুরের মধুগাড়ী গ্রামের জহিরা খাতুন বলেন, “ব্রিজে ওঠা-নামা করতে খুব কষ্ট হয়। আত্মীয় বাড়িতে যেতে গেলেও সমস্যায় পড়তে হয়। রাস্তা ঠিক হলে আমাদের কষ্ট কমবে।”

জমির মালিক বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম বলেন, “জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র আমরা দিয়েছি। জমির ন্যায্য মূল্য পেলেই হবে। আমরাও চাই দ্রুত রাস্তার কাজ শেষ হোক এবং মানুষের দুর্ভোগ কমুক।”

এ বিষয়ে গাংনী এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলী মো. রোকনুজ্জামান বলেন, “সেতুর কাজ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। ৮ দাগে ৪৯ শতক জমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে সংযোগ সড়কের কাজ আটকে আছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পেলেই দ্রুত কাজ শুরু করা হবে।”